দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষায় ব্যয় করতে আলাদা কর আরোপ করতে চায় এনবিআর

ভারতের বাজেট-পর্যালোচনা করে অর্থ মন্ত্রণালয়কে চিঠি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

করদাতাদের প্রদেয় করের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত কর (সারচার্জের আদলে/উপকর) আরোপ করতে চায় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। শিক্ষা উপকর নামে আদায়কৃত এ অর্থ দেশের শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হবে। সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পেশ করা বাজেট পর্যালোচনা করে এনবিআর। তাতে দেখা গেছে, দেশটিতে করদাতাদের প্রদেয় করের উপর ৩ থেকে ৫ শতাংশ হারে এ ধরনের বিশেষ কর ব্যবস্থা রয়েছে। ওই কর দেশটির মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যয় করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও এ ধরনের কর আরোপ করা যায় কি না সে বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছে এনবিআর। এনবিআরের সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের বাজেট পেশ করা হয়েছে। ওই বাজেটের বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে এনবিআর। এর উপর ভিত্তি করে আরো কিছু মতামত ও পর্যালোচনা তুলে ধরে অর্থ মন্ত্রণালয়কে চিঠি পাঠায় এনবিআর।

ভারতের করদাতারা অন্যান্য প্রয়োজনেও ৫ থেকে ১০ শতাংশ হারের সারচার্জ (করের উপর কর বা মাশুল) দিয়ে থাকেন। দেশটির অর্থবছর শুরু হয় পহেলা এপ্রিল থেকে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশটিতে এবার ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা আড়াই লাখ রুপি করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এর আদলে বাংলাদেশের করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানো এবং সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে মত দিয়েছে। দেশে বর্তমানে ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা ২ লাখ ২০ হাজার। ভারতে বর্তমানে ব্যক্তির সর্বোচ্চ করহার ৩০ শতাংশ। এছাড়া কর্পোরেট করহারে স্থানীয় কোম্পানিগুলো বিদেশি কোম্পানির তুলনায় সুবিধা পেয়ে থাকেন। স্থানীয় কোম্পানির কর্পোরেট করহার ৩০ শতাংশ আর বিদেশি কোম্পানির করহার সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ।

এনবিআরের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ভারতের বাজেটে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং স্থানীয় শিল্পের প্রসার ও প্রতিরক্ষণে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া শিল্পখাতে বিনিয়োগ বাড়ানো, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি উন্নয়ন, কর ব্যবস্থার সহজীকরণ, পরিবেশ সুরক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এনবিআরের পর্যালোচনায় বলা হয়, বাংলাদেশও আসন্ন বাজেটে বিনিয়োগ আকর্ষণ, বাণিজ্য উদারীকরণ এবং পরিবেশ সুরক্ষার মত বিষয়ে গুরুত্ব দিতে পারে। পর্যালোচনায় আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ও শুল্ক বিষয়ে ভারতের আরো কিছু বিশ্লেষণ তুলে ধরে এসব বিষয়ে এনবিআরের মতামত দেয়া হয়।